দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..26 DEC 1998 .. ...
পৃষ্ঠা: [illegible] কলাম ৩ ......

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এক বছরেও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়নি

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব জি এম এ লতিফ খানকে চাকুরীতে পুনর্বহাল না করায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকে উপেক্ষা করা হয়েছে। গত ১ বছরেরও অধিক সময় এ নির্দেশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সাহস পাচ্ছে কোথায়? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৯৫ সালের শেষ দিকে কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক লতিফ খানকে চাকুরীচ্যুত করে। জনাব খান বিগত '৯৬ সালের জানুয়ারী মাসে চ্যান্সেলরের বরাবরে এক অপীল পেশ করেন। দীর্ঘ এক বছর ফাইল চাপা রেখে আপীল প্রধানমন্ত্রীর নিকট গেলে তিনি বিষয়টি পর্যালোচনা করে বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে জনাব লতিফ খানকে চাকুরীতে পুনর্বহালের নির্দেশ দেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের ১ বছর অতিক্রান্ত হলেও এ আদেশ বাস্তবায়িত হয়নি। কর্তৃপক্ষ এ সাহস কোথা থেকে পাচ্ছে, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এ বিষয়ে জনাব লতিফ খান জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপন করে তাকে বরখাস্ত করেন। তিনি বলেন, শিক্ষককের দুর্নীতি, পরীক্ষার নম্বরফর্দ হারানো, পরীক্ষা গ্রহণ নিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দায়িত্ব পালনে শিক্ষকদের অনীহা ইত্যাদি বিষয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ দোষীদের যথারীতি শাস্তি প্রদান করেন। পরবর্তীতে দোষী সাব্যস্ত মহল চক্রান্ত করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের কর্মচারীদের অনিয়মের সাথে তাকে জড়িত করে। এর উপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে বরখাস্ত করে। অথচ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ছিল ভিত্তিহীন। তাকে যে শাস্তি দেয়া হয় তা দেশের প্রচলিত আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অবমাননা। তিনি উল্লেখ করেন, তাকে বরখাস্ত করার পর তিনি বরখাস্তের বিরুদ্ধে আপীল করলে তা দীর্ঘ এক বছর ফেলে রাখার পর প্রধানমন্ত্রীর নিকট পাঠালে তিনি তা পর্যালোচনা করে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে তাকে চাকুরীতে পুনর্বহালের নির্দেশ দেন। কিন্তু অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করে তাকে পুনঃনিয়োগের বিষয়ে টালবাহানা করছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই বিষয়টি তলিয়ে দেখা অপরিহার্য বলে সংশ্লিষ্ট মহল মত পোষণ করছেন।